জাহান্নাম : দুঃখের কারাগার

মূল
ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.

অনুবাদ
আম্মার মাহমুদ

সম্পাদনা
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

অনুবাদকের মুখবন্ধ

আমার মহান রবের সেরূপ প্রশংসা করছি, যেরূপ প্রশংসার তিনি যোগ্য। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবের প্রতি।

জাহান্নাম। একটি ভয়ংকর জায়গা। একটি দুঃখের কারাগার। কষ্টের অতল দরিয়া। জাহান্নামের আযাব এবং শাস্তির কথা বলে শেষ করা যাবে না। যে ব্যথা খুবই মারাত্মক। মানুষ কীভাবে এ জাহান্নামকে চিত্রায়িত করবে। কীভাবে কল্পনা কিংবা বর্ণনা করবে জাহান্নামের ইতিবৃত্ত কিংবা আদি-অন্ত।

জাহান্নামের নির্যাতনে চিৎকার, দুঃখ, হতাশা, উদ্বেগ, ভয়, আঘাত, ব্যথা, ক্ষতি এত ব্যাপক আকার ধারণ করবে যে, মানুষ মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু তারা সেখানে কোনোদিনও মৃত্যুবরণ করতে পারবে না।

জাহান্নামের আযাব এবং কষ্ট কখনো শেষ হবার নয়। যাকে বলা হয়—ব্যথার পর ব্যথা, যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা। চিৎকার আর আর্তচিৎকার। কুৎসিত আর ভীবৎসরূপ। জাহান্নাম সম্পর্কে সামান্য বর্ণনা শুনেই মানুষের হৃদয় আঁতকে উঠে। হৃদয়ে আঘাত অনুভব করে। খুব বেশি ভয় পায়। এ বেদনাদায়ক স্থানে কেউ যেতে চায় না।

মানুষ জাহান্নাম দেখেনি, জাহান্নামের ঘ্রাণও পায়নি কিংবা জাহান্নামের গর্জনও শুনেনি। তাহলে শুধু বর্ণনা শুনেই কেন ভয় পাচ্ছে? বর্ণনার চেয়েও জাহান্নাম আরো ভয়াবহ হবে। জানি না, আমাদের রব জানেন।

সে কারণেই মহান রব আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য বারবার আদেশ করেছে—"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাঁদেরকে যা আদেশ করেন তা পালনে। আর তাঁরা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই পালন করে।" (সুরা আত-তাহরিম: ৬)

লেখকের জীবনবৃত্তান্ত

নাম ও বংশ

আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ইবনু সুফিয়ান আল কুরাশি। তাঁর পর দাদা সুফিয়ান ইবনু কায়েস ছিলেন বনু উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম। সে নিসবতে তাঁকে 'উমাবী ও কুরাশি' বলা হয়।

জন্ম

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহু ২০৮ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা–দীক্ষা

বাল্যকাল থেকেই তিনি বাগদাদে ইলম শিক্ষা করতে মনোযোগ দেন। বাগদাদে বড় বড় শাইখদের থেকে তিনি ইলম ও আদব শিক্ষা করেন।

তাঁর উস্তাদ

ইমাম মিযযি রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন, তাঁর উস্তাদের সংখ্যা অনেক। প্রায় ১২০ জন হবে।

খতিবে বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহু তাঁর পিতা থেকে শুরু করে সাইদ ইবনু সুলাইমান, ইবরাহিম ইবনু মুনযির আল হিযামিসহ বিজ্ঞ ইমামদের থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।'

তাঁর শাগরেদ

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহুর শাগরেদ ছিলেন অনেক। তাঁর শাগরেদের মধ্যে হারিস ইবনু উসামা, মুহাম্মাদ ইবনু খালক ওয়াকি, আবদুর রহমান আল সুকরি, আবদুর রহমান ইবনু হাতেম রাহিমাহুল্লাহুমসহ আরো অনেক বিজ্ঞ আলিম তাঁর থেকে উলম এবং আদব অর্জন করেছেন।

লিখিত কিতাবাদি

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহু অনেক কিতাবাদি রচনা করেন। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাব রয়েছে। কেউ-কেউ বলেছেন, 'তিনি প্রায় ১৬২টি কিতাব রচনা করেছেন।' তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু কিতাবের নাম নিম্নে পেশ করা হলো:

জাহান্নামের সাঁপ-বিচ্ছুর আলোচনা ৬৩
জাহান্নামের সাঁপ-বিচ্ছুর বিষক্রিয়া..... ৬৩
বিচ্ছুর নখের দৈর্ঘ্যতা ৬৪
দ্বিগুণ আযাব ৬৪
জমিনের পঞ্চম ও ষষ্ঠতম স্তরে যে প্রাণীসমূহের বসবাস..... ৬৪
জাহান্নামের সাঁপ-বিচ্ছুর খানিক আযাব যদি দুনিয়াতে হত ৬৫
জাহান্নামের ভয়ঙ্কর একটি উপত্যকা ৬৬
জাহান্নামের একটি বিচ্ছুর বিষ যদি দুনিয়ায় ছিটিয়ে দেয়া হয়..... ৬৬
জাহান্নামীরা সাঁপ থেকে পলায়ন করে জাহান্নামের অতলে ডুবে যাবে . ৬৭
যাদের আযাব সবচে' বেশী কঠিন হবে..... ৬৭
বিকট আওয়াজ শোনা যাবে সেদিন..... ৬৮
যামহারীর জাহান্নামীদের হাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে ৬৮
চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের শাস্তির এক বিশেষ পদ্ধতি..... ৬৮
মুনাফিকরা সর্বাধিক কঠিন শাস্তিতে থাকবে ৬৯
প্রাণীর ছবি অঙ্কনকারী কিংবা নবিকে হত্যাকারীর শাস্তি ৬৯
আগুন নিভু নিভু হওয়া মাত্রই আবার প্রজ্জ্বলিত করে দেয়া হবে..... ৭০
আগুনের বাক্স ৭০
তারা প্রলম্বিত স্তম্ভসমূহে বাঁধা অবস্থায় থাকবে ৭০

জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন ৭১
আগুন তাদের ঠোঁট চিড়ে মাথা ও নাভিতে নিয়ে লাগাবে ৭১
আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে দিবে ৭২
জাহান্নামীদের চামড়া পুড়ে গেলে নতুন চামড়া দেওয়া হবে.....৭২
জাহান্নামীরা যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে মৃত্যু কামনা করবে ৭২
তারা সেখানে ঝলসে যাওয়া ভীবৎস চেহারায় অবস্থান করবে ৭৩
ওষ্ঠ্যদ্বয় চিড়ে মাথা ও নাভিতে গিয়ে লাগবে ৭৩
আগুন জাহান্নামীদের চেহারাগুলোকে অন্ধকার রাত্রির মত কালো করে দিবে..... ৭৩
আগুন প্রতিদিন জাহান্নামীদেরকে সত্তর হাজার বার গ্রাস করবে ৭৪
পরকালের একদিনের সময় এক হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে..... ৭৫
পাহাড়ের চূড়ায় লিখিত একটি কথা..... ৭৫
তারা সর্বদা বর্ধিত আযাবেই থাকবে..... ৭৬

আযাবের বিভিন্ন ধরণ ৭৭
আগুনের তৈরী হিংস্র প্রাণী ও কুকুরের সামনে জাহান্নামীদের নিক্ষেপ করা হবে.....৭৭
জাহান্নামীদেরকে আগুনের শিকলে বাঁধা হবে..... ৭৮
জাহান্নামীদের বিছানা-পত্রসহ সবই হবে আগুনের ৭৯
মুমিনদের কষ্ট দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি.....৮০
আগুন জাহান্নামীদেরকে ঢেকে রাখবে.....৮০
কেশ গুচ্ছের স্থান থেকেও মৃত্যু ধেয়ে আসবে..... ৮১
সবচেয়ে সহজতর হালকা আযাবের বিবরণ ৮১
জাহান্নাম হলো মহাবিপদ ৮১
দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার সমীপে অবনত না হওয়ার করুণ পরিণতি ৮২
পিতল গলিয়ে জাহান্নামীদের মাথায় ঢেলে দেয়া হবে ৮৩
তপ্ত আগুনে তারা পুড়ে যাবে ৮৩
জাহান্নাম ক্রোধে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার উপক্রম হবে..... ৮৪
কিয়ামতের দিন সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন উপকারে আসবে না ৮৪
জান্নাতবাসীদেরকে মহাভীতি কোন পেরেশান করবে না..... ৮৪
আগুন জাহান্নামীদের চামড়া খসিয়ে ফেলবে ৮৫
জাহান্নামের একটি আংটাই হবে পুরো দুনিয়ার সব লোহা সাদৃশ..... ৮৬
পরকালের সত্তর হাতের পরিমাণ..... ৮৬
আগুনের উত্তাপ হৃদপিন্ডেও পৌঁছে যাবে ৮৬
জাহান্নামের উদ্ভব রহমত স্বরূপ ৮৭
জাহান্নামে সত্তর হাজার লাগাম থাকবে প্রতিটি লাগামকে সত্তর হাজার ফেরেশতা টেনে নিয়ে আসবে ৮৮
সেদিন মানুষের উপলব্ধি কোন কাজে আসবে না ৮৮
সেদিন তওবাও কোন উপকারে আসবে না..... ৮৯
যদি জাহান্নামী ব্যক্তি একটি নিঃশ্বাস ছাড়তো তাহলে লক্ষ মানুষও পুড়ে যেত ৯০
জাহান্নামকে প্রকাশ করা হলে সকলেরই মৃত্যু হত..... ৯০
জাহান্নামের আর্তনাদ.....৯১
জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের তুলনায় অনেক বেশী.....৯১
জাহান্নামের তীব্র গরম আবার তীব্র ঠান্ডা.....৯২
যামহারীর দ্বারা জাহান্নামীদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে.....৯২

জাহান্নাম দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ে ৯২
দুনিয়ার আগুন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়.....৯৪
জাহান্নামের আগুনকে ধাপে ধাপে পরিবর্তন করানো হয়.....৯৪
জাহান্নামের কঠিন আযাবকে ভয় করে জিবরাইলও কাঁদতেন.....৯৪
জাহান্নামীরা সেখানে নিঃশ্বাস ছাড়তে পারবে না ৯৭
ভয়াবহ আগুনের বাক্সতে জাহান্নামীদেরকে ভরে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে..... ৯৮
জাহান্নাম জাহান্নামীকে দেখে কর্কশ স্বরে ডাকবে..... ৯৯
আগুনের অকুল দরিয়াতে জাহান্নামীকে চুবানো হবে ৯৯
অশ্লীল প্রলাপ শ্রবণকারী ও একবার চুবানো ব্যক্তির কঠোর পরিণতি১০০
অদৃশ্যের আওয়াজ ১০২
নেতৃত্বের দায়িত্ব মূলত আগুনের ভেড়ি পড়িয়ে দেয়ার নামান্তর.....১০২
জাহান্নামীদের আকুতিকে কবুল করা হবে না..... ১০৩
জাহান্নাম কখনো শাস্তি দিতে ক্লান্ত হবে না.....১০৪
জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কের হাত জাহান্নামীদের সংখ্যানুসারে হবে.....১০৫
প্রচন্ড তৃষ্ণায় রক্ত-পুঁজ গলধঃকরণের চেষ্টা করবে কিন্তু সহজে সে তা গিলতে পারবে না ১০৫
মৃত্যুর কষ্ট-যন্ত্রণাও তাকে পিড়া দিবে কিন্তু সে মরবে না.....১০৫
জাহান্নাম প্রাসাদসম স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপণ করবে..... ১০৬
প্রতি সত্তর হাজার লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবে..... ১০৬
সেদিন সকলেই রব্বী নাফসি! নাফসি! বলতে থাকবে.....১০৭
মানুষ এবং জিন ব্যতীত জাহান্নামের নিঃশ্বাসের আওয়াজ সবাই শুনতে পায়.....১০৭
জাহান্নামীদেরকে বিশেষ পোষাক পরিধান করিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে.....১০৭
জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থান..... ১০৮
আযাবের সর্বনিম্ন স্তরের বর্ণনা ১০৮
জাহান্নামকে যখন রবের সামনে টেনে নিয়ে আসা হবে..... ১০৮
জাহান্নাম কিভাবে তৈরী হবে ১০৯
জান্নাত-জাহান্নাম কোথায়?.....১১০
সমুদ্রের তলদেশে জাহান্নামের অবস্থান ১১০

দাউদ আলাইহিস সালাম আযাবের বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করতেন .. ১২৭
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আযাবের বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করতেন ১২৭
যে দুআয় ফেরেশতাদের চোখে অশ্রু ঝরেছিল ১২৭
প্রথম ও শেষ আযাবের বর্ণনা ১৩০
জাহান্নামীদের মাঝে চার ব্যক্তির শাস্তি আরো বৃদ্ধি করা হবে ১৩০
কাউকে কোন আমলের কথা বলে নিজে এ আমল না করার ভয়াবহ পরিণতি.....১৩২
জাহান্নামের ইন্ধন পাথরটি হবে দিয়াশলাই যুক্ত.....১৩৪
ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে একটি পর্বতের রহস্যজনক ঘটনা...১৩৫
সবচেয়ে উত্তম সদকা হলো পানি পান করানো..... ১৩৬
সেদিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট ফরিয়াদ করবে কিন্তু সে ফরিয়াদ কোন কাজে আসবে না ১৩৬
প্রচন্ড তৃষ্ণায় মনে হবে যেন দেহ থেকে ঘাড় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে....১৩৭
তারা প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ হবে.....১৩৭
জাহান্নামী ব্যক্তির প্রতি ফেরেশতাদের ক্রোধের চেয়েও অগ্নির ক্রোধ হবে সত্তর গুণ উর্ধ্বে ১৩৮
আগুন জাহান্নামীদের চামড়া ও মাংসপিণ্ড হাড়সমূহ থেকে পৃথক করে দিবে.....১৩৯
জাহান্নামীদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত.....১৪০
তপ্ত আগুনে তারা পুড়ে যাবে ১৪১
জাহান্নামের আগুন প্রতিদিন সত্তর হাজার বার গ্রাস করবে... ..... ১৪১
পিতল গলিয়ে তাদের মাথায় ডেলে দেয়া হবে..... ১৪১
সেদিন ভাই ভাইকে ভুলে যাবে..... ১৪২
সেদিন প্রকাশ করা হবে আমলনামা ও সকল গোপনীয় বিষয় ১৪২
জালিমদের কোন সুপারিশকারী থাকবে না ১৪৩
জাহান্নামীদের সাথে পূর্ণ কথোপকথন ও শয়তানের ভাষণ ১৪৪
তাদের চেহারা লেপটানো এক খন্ড গোশতের আকৃতি ধারণ করবে..১৫০
জাহান্নামীদের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত হল তিনি তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না.....১৫১
জাহান্নামে কাফেরদের সাথে উপহাস করার ধরণ ১৫১
জান্নাতী ব্যক্তি একটি ছিদ্র দিয়ে নিজ শত্রুকে দেখতে পাবে ১৫২

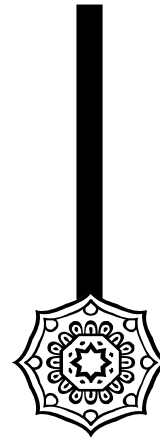

জাহান্নামের আকুতি

জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় কামনা করা

[১] আবি লাইলা আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল সালাতগুলোতে জাহান্নামের কথা স্মরণ করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের বলতেন,

تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ

"তোমরা আল্লাহর নিকট জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় কামনা করো। ধ্বংস হোক জাহান্নাম-অধিবাসীগণ।"[১]

---

[১] আস সুনান, আবু দাউদ: ৪৭৫১।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যম

জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের বিশেষ চারটি মাধ্যম রয়েছে।

প্রথম দু'টি নিজ ইচ্ছার আওতাধীন।

১. আমলের মাধ্যমে। ২. **দুআর মাধ্যমে।**

শেষ দু'টি রবের ইচ্ছাধীন।

৩. সন্তানকে ওপারে নিয়ে যাওয়া। ৪. রবের করুণা।

"তোমরা বড় দু'টি জিনিষকে ভুলে যেও না।"[২]

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—'হে আল্লাহর রাসুল, বড় দু'টি জিনিষ কি?' উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

الْجَنَّةُ وَالنَّارُ

"জান্নাত এবং জাহান্নাম।"

---

[২] অপর এক বর্ণনায় জাহান্নামকে নিয়ে আলোচনা করার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহ্‌র একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র যিকিরে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহ্‌র যিকিরে রত লোকদের দেখতে পান, তখন তাঁদের একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তাঁরা সবাই এসে তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাঁদের রব তাঁদের জিজ্ঞেস করেন (অথচ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন) আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তাঁরা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা আপনার প্রশংসা করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলবেন—হে আমাদের রব, আপনার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও অধিক আপনার ইবাদাত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করত, আর অধিক অধিক আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলবেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তাঁরা বলবেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সত্তার কসম! হে রব, তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লোভ করত, আরো অধিক চাইত এবং এর জন্য আরো অতিশয় উৎসাহী হয়ে উঠত। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, তারা কিসের থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেবেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কী হত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত, তবে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে সাংঘাতিক ভয় করত। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তারা এমন উপবেশনকারীরা যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না। [আস-সহিহ, বুখারি: ৬৪০৮]

[৭] আলি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—'জাহান্নামের ফটকগুলো এরূপভাবে একটি অন্যটির উপরে থাকবে।'

হাদিসটি আবু শিহাব বর্ণনা করছিলেন আর হাতে এ থেকে এই ইশারা করে দেখাচ্ছিলেন।

জাহান্নামের দরজাগুলোর নাম

[৮] আল্লাহ তাআলার বাণী:

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ

"[জাহান্নাম] তার রয়েছে সাতটি দরজা।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু জুরাইজ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—'সে সাতটি দরজার প্রথমটি হল জাহান্নাম। দ্বিতীয়টি লাযা, তৃতীয়টি আল-হুতামা, চতুর্থটি সায়ির, পঞ্চমটি সাকার, ষষ্ঠটি জাহিম, যেখানে আবু জাহিল থাকবে। সপ্তমটি হাবিয়া।'

[৯] ইয়াযিদ ইবনু আবি মালিক রাহিমাহুল্লাহু বলেন—'জাহান্নামে প্রজ্জলিত আগুনের সাতটি স্তর রয়েছে। সেখানে কখনো এক স্তর অন্য স্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করে না এই ভয়ে যে, সে স্তর তাকে গ্রাস করে নিবে।'

[১০] আল্লাহ তাআলার বাণী:

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ

"[জাহান্নাম] তার সাতটি দরজা রয়েছে।"[৯]

ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—জাহান্নামের দরজা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জাহান্নামের সাতটি স্তর থাকবে।

[১১] আল্লাহর তাআলার বাণী:

لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

"প্রত্যেক দরজার জন্য এক-একটি পৃথক দল [ফেরেশতাগণ] নিয়োজিত থাকবে।"[১০]

[৯] সুরা হিজর: ৪৪।

তলদেশে গিয়ে পৌঁছল। ফলে তারই পতিত হওয়ার শব্দ তোমরা শুনতে পেলে।"[১২]

[১৪] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ أَنَّ حَجَرًا كَسَبْعِ خَلِفَاتٍ شُحُومِهِنَّ وَأَوْلَادِهِنَّ أُلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ لَهَوَى سَبْعِينَ عَامًا لَا يَبْلُغُ قَعْرَهَا

"যদি একটি পাথর যেটা সাতটি চর্বিযুক্ত এবং গর্ভবতী উটের মত পাথরকে জাহান্নামে ছুঁড়ে মারা হয়; তাহলে সে পাথরটি সত্তর বছর পর্যন্ত পতিত হওয়া সত্ত্বেও সেটি জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছতে পারবে না।"[১৩]

[১৫] আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, মিরাজ রাতে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উর্ধ্বগমন করানো হলো, সেদিন নবিজির সাথে জিবরাইল আলাইহিস সালামও ছিলেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কোনো একটি ভারি বস্তু পতিত হওয়ার শব্দ শুনতে পেয়ে জিবরাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الْهَدَّةُ؟

"হে জিবরাইল, পতিত হওয়ার শব্দটি কিসের?"

উত্তরে জিবরাইল আলাইসি সালাম বললেন—'এটা একটি পাথরের আওয়াজ, যে পাথরটি আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ করেছেন, সেটি সত্তর বছর পর্যন্ত জাহান্নামের গভীরে যাচ্ছিল, এখনই তা জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌঁছেছে।' আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর থেকে কেবল মুচকি হেসেছেন। কখনো গাল ভরে হাসেননি।'[১৪]

---

[১২] আস-সহিহ, মুসলিম: ৮/১৫০।

[১৩] সনদ: দুর্বল। মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/৩৯৩।

[১৪] সনদ: দুর্বল। মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/৩৯৩।